গাংনীতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি পুনঃস্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদ ভবন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি পুনরায় স্থাপনের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাতে কোনো এক সময় সরকারি ভবন দুটিতে এসব প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কয়েকজন ব্যক্তি প্রতিকৃতিগুলো সরিয়ে ফেলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় প্রতিকৃতি স্থাপনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রতিকৃতি দৃশ্যমান ছিল। পরবর্তীতে আবার সরিয়ে ফেলা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলা পরিষদ ভবন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে এর আগে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন করা ছিল। তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রতিকৃতিগুলো ভেঙে ফেলা হয়। দীর্ঘ সময় পর শুক্রবার দিবাগত রাতে নতুন করে সেখানে প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়।

তবে রাতের আঁধারে কারা, কী উদ্দেশ্যে এবং কার উদ্যোগে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দুটিতে প্রতিকৃতি স্থাপন করেছেন, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রতিকৃতি স্থাপনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয়ও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এদিকে, কার্যক্রমনিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রতিকৃতি স্থাপনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কয়েকজন ব্যক্তি প্রতিকৃতিগুলো সরিয়ে ফেলেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

এদিকে, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থাপনায় রাতের আঁধারে প্রতিকৃতি স্থাপন এবং পরে তা সরিয়ে ফেলার ঘটনার বিষয়ে উপজেলা

প্রশাসনের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৩৫ নেতা আসামি, অজ্ঞাত অর্ধশতাধিক

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৩৫ নেতার নামে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১১ নভেম্বর রাতে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুনের গোলা নিক্ষেপ ঘটনায় ১২ই নভেম্বর বিকালে পুলিশ বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করা হয়েছে । মামলায় অজ্ঞাত আরো ৫০/৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় নামীয় ৩৫ আসামির মধ্যে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন ইব্রাহিম ইসলাম আকাশ ও আলী কদর শাওন।

মামলার আসামীরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন (৩৮), জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মাসুদ রানা (২৬), সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (৩০), জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু মোর্শেদ শোভন সরকার (২৫), জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. কুতুব উদ্দিন আহমেদ (২৬), জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবাহান (৪০)।

এছাড়াও আসামির তালিকায় রয়েছেন সহসভাপতি দুলাল মাহমুদ (৩৮), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশিক মাহমুদ (২৫), গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবির হামজা (২২), জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক উছাইদ আলী (৪২), জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সবুজ হোসেন (২২), মো. সায়েম খন্দকার (২৪), জয় আহম্মেদ খান (২০), এস এম আল রাতুল (২১), মানিক ফরাজী (২২), মুজিবুল হক মানিক (২৩), মো. মবিনুর রহমান তন্ময় (২৩), তানভীর হাসান শিশির জয় (২০) ও

জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাব্বির হোসেন (২৩), গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আনারুল ইসলাম বাবু ওরফে ডিস বাবু (৪৮), কুতুবপুর ইউনিয়ন তাঁতী লীগের সভাপতি মো. আরিফ (৩৮), ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আল-আমিন (৫৮), ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন (৫২) এবং বারাদী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম লিটনকে (৪৫), মো. ইব্রাহিম ইসলাম আকাশ (২৪), আলী কদর ওরফে শাওন (১৯), সোহাগ (২১), আনন্দ (২৮), সজল, আনাফ চৌধুরী টনি (২১), রাজন মেম্বার (৩৯), মো. ইয়াসিন (৪২), মো. মারুফ (২৪), মো. মিলন হোসেন (৪৫), আব্দুল হান্নান গুটলি মেম্বার (৪৫) ও মো. আরিফুল ইসলাম লিটন।

মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ থেকে ৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, বিশেষ ক্ষমতা আইনে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৩৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীর করমদী থেকে ইয়াবাসহ দুইজন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদী গ্রাম থেকে ৪০ পিস ইয়াবাসহ দুইজনকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে করমদী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশের মাঠে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, করমদী গ্রামের পলাশীপাড়া পাগলা ব্রিজ এলাকার বাসিন্দা আমজাদ হোসেনের ছেলে সমিরুল ইসলাম ও আসলাম হোসাইনের ছেলে আজমাইল হোসাইন।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল করিম

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, গাংনীতে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে ৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের আদালতে পাঠানো হবে।

মুজিবনগরে তরুণ উদ্যোক্তা অনুসন্ধান ও অর্থায়ন কর্মসূচি নিয়ে প্রচারণামূলক কর্মশালা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তাদের অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ ও অর্থায়নের লক্ষ্যে ‘উদ্যোগ (UDYOG)’ কর্মসূচি বিষয়ক প্রচারণামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

‘উদ্যোগ (UDYOG)’ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা, তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

কর্মশালায় তরুণদের নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা, উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থায়নের সুযোগ তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) মুজিবনগর শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল আউয়ালের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুপায়ন দেব।

প্রধান আলোচক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী কার্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক আশেক বিল্লাহ।

এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মেহেরপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রহলাদ কুমার হোড়, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুর রউফ, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক আহসান হাবিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক মনিরুল আলম এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, ‘উদ্যোগ’ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য ১ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে ৫০ জন উদ্যোক্তাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হবে। পরে তাঁদের বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাইভা বোর্ডে ডেকে ব্যবসায়িক ধারণা সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। সেখান থেকে উপজেলা ভিত্তিক ১০ জনকে নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থায়ন করা হবে। এ অর্থের অর্ধেক ঋণ এবং বাকি অর্ধেক অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে।

কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি কোমরপুর শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক নুরুজ্জামান।

সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, এ কর্মসূচির মাধ্যমে মুজিবনগর উপজেলার সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তারা নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ বাস্তবায়নের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রথমবারের মতো জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে যুক্ত হলো মেহেরপুর

দীর্ঘদিন ধরে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আসা ৩৩ কেভি বিতরণ লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল ছিল সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুর। দীর্ঘ দূরত্বের কারণে প্রায়ই দেখা দিত কম ভোল্টেজ ও বিদ্যুৎ সরবরাহে নানা সমস্যা।

অবশেষে সেই নির্ভরতা কাটিয়ে প্রথমবারের মতো সরাসরি জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেহেরপুর জেলা। ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ১৩২ বা ৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র চালুর মধ্য দিয়ে এ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এতে জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মান ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিনের লো-ভোল্টেজ সমস্যারও সমাধান হবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বুধবার (১১ নভেম্বর) পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৮ অক্টোবর কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ২৯ অক্টোবর গ্রিড উপকেন্দ্রটি চালু করা হয়। এর ফলে মেহেরপুর প্রথমবারের মতো ১৩২ কেভি ভোল্টেজ স্তরে সরাসরি জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হলো।

নতুন এ অবকাঠামোর আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আলমপুর মৌজায় তিন একর জমির ওপর ২৪০ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৩২ বা ৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপনের পাশাপাশি কুষ্টিয়া গ্রিড উপকেন্দ্রে দুটি ১৩২ কেভি বে-এক্সটেনশন নির্মাণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ জানায়, এতদিন পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে ৩৩ কেভি বিতরণ লাইনের মাধ্যমে মেহেরপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। দীর্ঘ দূরত্বের এ বিতরণ ব্যবস্থার কারণে প্রায়ই কম ভোল্টেজসহ বিদ্যুৎ সরবরাহে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিত। নতুন সংযোগের ফলে মেহেরপুরে মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ বাড়বে।

একই সঙ্গে কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা গ্রিড উপকেন্দ্রের ওপর অতিরিক্ত

লোডের চাপ কমানো এবং ওভারলোডজনিত সমস্যা নিরসনেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে প্রত্যাশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে দুই যুবক আটক

মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আটক দুই যুবক হলেন, মেহেরপুর শহরের গোরস্থানপাড়ার ইয়ারুল ইসলামের ছেলে ইব্রাহিম ইসলাম আকাশ (২৪) এবং শিশুবাগানপাড়ার বাবু বিশ্বাসের ছেলে আলী কদর শাওন (১৯)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত ৯টার দিকে ওই দুই যুবক জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয়রা তাদের আটক করেন।

তবে কী কারণে তারা স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে বিজিবির পৃথক অভিযান, ফেনসিডিল-ইয়াবাসহ আটক ১

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক দুটি সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫১ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদক উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি। এ

সময় ফেনসিডিল ও ইয়াবাসহ রাসেল হোসেন (নাম) এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে রংমহল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার খাসমহল মাঠপাড়া নামক স্থানে বিজিবির একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে ১ বোতল ফেনসিডিল ও ২০ পিস ইয়াবাসহ রাসেল হোসেনকে আটক করে। উদ্ধার করা মাদকের আনুমানিক সিজার মূল্য ৬ হাজার ৪০০ টাকা। আটক রাসেল হোসেন খাসমহল গ্রামের জিল্লুর রহমানের ছেলে।

এ ছাড়া একই রাতে ধলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ধলার মাঠ নামক স্থানে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিজিবির আরেকটি টহল দল। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৩০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মদের আনুমানিক সিজার মূল্য ৪৫ হাজার টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সব ধরনের সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিত গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে। সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে তিনটি ককটেল সদৃশ বস্তু ও ‘জয় বাংলা’ লেখা চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের উত্তরপাড়া থেকে তিনটি ককটেল সদৃশ বস্তু ও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান লেখা একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১১ নভেম্বর) ভোরে এসব বস্তু দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোভীপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মোজাহার

হোসেনের ছেলে খোকনের বাড়ির পাশে একটি, আবুল কাশেমের ছেলে রুহুল আমীনের বাড়ির পাশে একটি এবং আয়োব নবীর ছেলে মিজানুর রহমানের বাড়ির পাশে একটি ককটেল সদৃশ বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। লাল রঙের টেপ দিয়ে মোড়ানো বস্তুগুলো দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করে। এ সময় সাদা কাগজে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান লেখা একটি চিরকুটও উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির জানান, খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনটি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরে তরুণ উদ্যোক্তা খুঁজতে ‘উদ্যোগ’ কর্মসূচির প্রচারণামূলক কর্মশালা

দেশজুড়ে সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা, তাদের উদ্যোগ চিহ্নিত করা এবং সহজ শর্তে অর্থায়নের আওতায় আনতে মেহেরপুরে ‘উদ্যোগ (UDYOG)’ কর্মসূচির প্রচারণামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১১ নভেম্বর) বেলা ১২টার দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

‘উদ্যোগ (UDYOG)’ উপজেলাভিত্তিক তরুণ উদ্যোক্তা অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ ও অর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত এ কর্মশালায় তরুণ ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার বিষয়ে আলোচনা

করা হয়।

কর্মশালায় লিড ব্যাংক যমুনা ব্যাংক পিএলসির গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক মো. জিয়াউর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম পরিচালক আশেক বিল্লাহ।

কর্মসূচিতে লিড ব্যাংক হিসেবে যমুনা ব্যাংক দায়িত্ব পালন করছে। এ সময় উপজেলা পর্যায়ে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকেরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা; চালুর অপেক্ষায় ফিক্সড চিমনির ১৯ ইটভাটা

একদিকে সরকারি নির্দেশনায় ফিক্সড চিমনির ইটভাটা বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে মেহেরপুরে এসব ভাটা চালুর প্রস্তুতি চলছে। জেলার তিন উপজেলায় থাকা ১৯টি ফিক্সড চিমনির ইটভাটার কোনোটিরই অনুমোদন নেই।

তারপরও কয়েকটি ভাটায় ইট সাজিয়ে আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অন্যগুলোতে চলছে ভাটার বেড তৈরির কাজ। এদিকে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকটি ভাটায় অভিযান চালিয়ে একটি ভাটা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দুটি ভাটায় জরিমানা করা হয়েছে। এবং কয়েকটি ভাটায় জরিমানা ও ভাঙা ছাড়ায় ফিরে আসায় জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

এসব ইটভাটা চালু হলে এক মৌসুমে প্রায় ৯ লাখ মণ কাঠ পোড়ানো হতে পারে। প্রতিটি ভাটায় গড়ে ২৫ হাজার মণ কাঠের প্রয়োজন হয় বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। বিপুল পরিমাণ এই কাঠের জোগান দিতে গিয়ে বনজ সম্পদের ওপর চাপ বাড়ার পাশাপাশি বায়ুদূষণ ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মেহেরপুরে মোট ৫৮টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ৪০টি জিগজাগ প্রযুক্তির ভাটা অনুমোদন পেয়েছে। বাকি ১৯টি ফিক্সড চিমনির ভাটার কোনো অনুমোদন নেই। জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে কয়েকটি ভাটায় অভিযান চালিয়েছে। এর মধ্যে একটি ভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরেকটিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে অন্য ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলায় এসব ফিক্সড চিমনির ভাটা রয়েছে। প্রতিটি চিমনির উচ্চতা ১২০ ফুট। ভাটাগুলোতে ইট পোড়ানোর প্রধান জ্বালানি কাঠ। একটি ভাটায় এক মৌসুমে গড়ে ২৫ হাজার মণ কাঠ প্রয়োজন হলে ১৯টি ভাটায় প্রয়োজন হবে প্রায় ৪ লাখ ৭৫ হাজার মণ কাঠ।

তিনটি ভাটায় আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি

সদর উপজেলার সুবিদপুরে আলতাফ ব্রিকস, ফতেপুরে এইচ বি ব্রিকস, রাজাপুরে আলিফ ব্রিকস, যাদবপুরে মহিদ ব্রিকস, পুরাতন মদনাডাঙ্গায় এম এম বি ব্রিকস, আশরাফপুরে মাস ব্রিকস, হালসোনা ব্রিকস, যাদুখালীতে আরটিবি ব্রিকস এবং বারাদি-রায়পুরে থ্রি স্টার ব্রিকস রয়েছে।

গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়ায় সুপার ব্রিকস ও মামুন ব্রিকস, মহিষাখোলায় ফাইভ স্টার ব্রিকস, ভাটপাড়ায় রিপন ব্রিকস, বামন্দীতে সোহাগ ব্রিকস ও লিফটন ব্রিকস এবং শুকুরকান্দিতে জনতা ব্রিকস রয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালীতে এলএলএম ব্রিকস, শাপলা ব্রিকস এবং মহাজনপুরে স্টার ব্রিকস রয়েছে।

এসব ভাটার মধ্যে আলতাফ ব্রিকস, এলএলএম ব্রিকস ও আলিফ ব্রিকসে ইট সাজিয়ে আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অন্য ভাটাগুলোতে চলছে বেড তৈরির কাজ।

সদর উপজেলার যাদবপুরে অবস্থিত মহিদ ব্রিকসের ব্যবস্থাপক আবু বকর বলেন, “গত বছর তাঁদের ভাটা চালানো হয়নি। এ বছর চালুর প্রস্তুতি চলছে। তবে এখনো প্রশাসনের অনুমতি পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক নেতাদের ধরে ভাটা চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। জিগজাগ চিমনি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ইটও তাঁদের কাছে নেই। কিছুদিন সময় পেলে তাঁরা জিগজাগ চিমনি তৈরি করবেন।”

আবু বকর বলেন, ‘প্রতি মৌসুমে একটি ইটভাটায় ২০ থেকে ২৫ হাজার মণ কাঠের প্রয়োজন ইট পোড়াতে। ’

আইনে লাইসেন্স ছাড়া ভাটা পরিচালনায় শাস্তি

ইটভাটা নিয়ন্ত্রণে দেশে রয়েছে ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩’। ২০১৯ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনের ৪ নম্বর ধারায় জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স ছাড়া ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৪ক ধারায় নির্ধারিত প্রযুক্তির বাইরে অন্য ধরনের ইটভাটা পরিচালনা বা চালু করার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
আইনের ১৪ নম্বর ধারায় এসব বিধান লঙ্ঘন করে ইটভাটা স্থাপন, পরিচালনা বা চালু রাখলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা অন্যূন ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

এদিকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের গত ১৯ আগস্টের এক সভায় ড্রাম চিমনি ও ১২০ ফুটবিশিষ্ট ফিক্সড চিমনির ইটভাটা চালু না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভার কার্যবিবরণীর ১৫.২ নম্বর সিদ্ধান্তে এসব ভাটা যাতে কার্যক্রম শুরু করতে না পারে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও জেলাকে কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একই কার্যবিবরণীর ১৫.৩ নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, কোনো জেলায় এসব ভাটা চালু থাকলে কিংবা বন্ধ না করার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার গাফিলতি প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফিক্সড চিমনি ভাটা ভেঙে দেওয়ার দাবি মালিক সমিতির

মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান বলেন, “সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে এক কিলোমিটারের বাইরে থাকা জিগজাগ ইটভাটাগুলো সরকার চালানোর অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু ফিক্সড চিমনিতে কাঠ পোড়ানো হয়। এসব ভাটা সারা দেশেই ভেঙে ফেলা হচ্ছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসনও অভিযান চালিয়েছে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব বিস্তারের কারণে হয়তো অভিযান থেমে আছে। তিনি আশা করেন, মেহেরপুরের ফিক্সড চিমনির ভাটাগুলোও ভেঙে ফেলা হবে।”

অনুমোদনের সুযোগ নেই: পরিবেশ অধিদপ্তর

মেহেরপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক কামলা মেহেদী বলেন, “অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সব ইটভাটার মালিককে ফিক্সড চিমনি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই নির্দেশনার অনুলিপি জেলা প্রশাসনকেও দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন পরিবেশ অধিদপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করেছে। এসব অভিযানে তাঁরা সহযোগিতা করেছেন। ফিক্সড চিমনির ইটভাটার অনুমোদন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।”

জরিমানা মানে বৈধতা দেওয়া নয়: জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “ইটভাটার মালিকদের নিয়ে সভা করে ফিক্সড চিমনি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই এসব ভাটা চালু করা যাবে না। এ লক্ষ্যেই প্রশাসন কাজ করছে। কয়েকটি ভাটায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান চালিয়েছেন। কোনো ভাটায় জরিমানা করা হয়েছে, আবার কোনো ভাটায় কেন করা হয়নি, তা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ভালো বলতে পারবেন। তবে জরিমানা করা মানে ভাটাকে বৈধতা দেওয়া নয়। ফিক্সড চিমনির ইটভাটা কোনোভাবেই চালাতে দেওয়া হবে না।”

সরকারি নির্দেশনা ও প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কথা জানানো হলেও মাঠপর্যায়ে ভাটাগুলোর প্রস্তুতি চলার অভিযোগ রয়েছে। কয়েকটি ভাটায় আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, অন্যগুলোতেও চলছে কাজ। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, অভিযান ও নিষেধাজ্ঞার পরও কীভাবে এসব ভাটা চালুর প্রস্তুতি চলছে? সব ভাটার বিরুদ্ধে সমানভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

প্রায় ৫ লাখ মণ কাঠ পোড়ানোর আশঙ্কার মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ—ইট পোড়ানোর মৌসুম শুরুর আগেই সরকারি নির্দেশনা কার্যকর করা। অন্যথায় পরিবেশ রক্ষার আইন ও নির্দেশনা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।